১৯-০৯-১৬ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক(রুহানী) কারবার(Business) করতে হবে, নিজেকে আত্মা(রুহ) মনে করে (আত্মিক স্থিতিতে) প্রতিটি কর্ম করলে আত্মা নির্বিকারী হতে থাকবে"

প্রশ্ন :-- স্বর্গের অধিকার(বর্সা) প্রাপ্ত করার আর স্বর্গে উচ্চ পদ লাভ করবার আধার কি ?

উত্তর :-- ব্রহ্মাকুমার কুমারী হলেই তো স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় , কিন্তু উচ্চ পদের আধার হল বিদ্যাভ্যাস । বাবার হয়ে যাওয়ার পর যদি ভালো ভাবে পাঠ্যাভ্যাস করতে থাকে, সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তাহলে রাজত্ব লাভ হয় । অনেকেই পুরো পড়াশোনা করে না, কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে, পবিত্রও হয়নি আর এর মধ্যে যদি দেহত্যাগ হয় তাহলে প্রজার মধ্যেও সাধারণ পদ লাভ হবে।

ওম শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা বোঝাচ্ছেন । এখানে আধ্যাত্মিক কারবার হয় । বাকী পুরো দুনিয়ায় শারীরিক কারবার হয় । বাস্তবে আত্মাদেরই কারবার চলে । আত্মাই এই দেহ দ্বারা পড়াশোনা করে, হাঁটাচলা করে , বিকর্ম করে , এই কারণে পতিত আত্মা , পাপ আত্মা বলা হয় । আত্মাই সবকিছু করে । এই সময়ে মানুষ মাত্রই দেহ অভিমানী হয় । আমি "আত্মা " এর পরিবর্তে আমি অমুক বোঝে । আমি এই ব্যবসা করি, অমুক হল রাগী, কামী । দেহেরই নাম নেওয়া হয় । একে বলা হয় দেহ অভিমানী দুনিয়া, অবরোহী কলার দুনিয়া । সত্যযুগে এসব হয় না, সেখানে সকলেই দেহী-অভিমানী (আত্মা) হয় । তোমাদের দেহী-অভিমানী তৈরী করা হচ্ছে । নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো । আমি আত্মা এই দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করি । সব অভিনেতাই বিভিন্ন পোষাক পরিধান করে পার্ট প্লে করে । বাবা বলেন তোমরা আত্মারা প্রথমে শান্তিধামে ছিলে । তোমাদের ঘর হল শান্তিধামে । যেমন লৌকিকে (হদে) নাটক মঞ্চস্থ হয়, সেইরকম এটা হল বেহদের নাটক । সব আত্মারাই পরমধাম থেকে এসে দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করে । আত্মাদের আসল ঘর হল পরমধাম । লৌকিকে অভিনেতাদের ঘর তো এখানেই হয় । তারা শুধু পোষাক পরিবর্তন করে পার্ট প্লে করতে থাকে । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা হলে আত্মা । বাবা তো বাচ্চারা, বাচ্চারা করেই কথা বলেন । সন্ন্যাসী তো বাচ্চারা বাচ্চারা বলবে না । বাবা বলেন আমি পতিত পাবন তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা , যাঁকে তোমরা গডফাদার বলো । গডফাদার তো নিরাকার হন । ব্রহ্মা বিষ্ণু, শঙ্করকে গডফাদার বলা হয় না , কারন তাদের মধ্যেও আত্মা থাকে । তাই তাদের বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ ..... দেবতারা কি করে ? এইসব কেউই জানে না । বাবাই এসে বোঝান যে কিভাবে তোমরা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পার্ট প্লে করছো । দুনিয়া একটাই, এমন নয় যে নীচে কোনো পাতাল আছে আর ওপরে দুনিয়া । দুনিয়া একটাই, যার চক্র ঘুরতে থাকে । লোকেরা তো বলে চাঁদে প্লট নেওয়ার কথা । বাবা বলেন বাচ্চারা কত ইনসলভেন্ট(রিক্ত, গরিব) হয়ে পড়েছে । ভারতবাসীদের জন্যই বলা হয় তোমরা কত বিত্তশালী, সমঝদার ছিলে । সারা বিশ্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, যাকে কেউই লুটপাট করতে পারে নি । তখন সেখানে কোনও পার্টিশন ইত্যাদি ছিল না । এখন তো এখানে কত পার্টিশন! নিজেদের মধ্যেই টুকরো টুকরো ভাবে লড়াই করতে থাকে । তোমরা পুরো বিশ্বের মালিক ছিলে । আকাশ পৃথিবী সমুদ্র সবকিছুই তোমাদের ছিল,

আর তোমরা সেইসবের মালিক ছিলে । এখন তো সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । ভারত যে বিশ্বের মালিক ছিল, এটাই কেউ জানে না ।

বাবা বোঝাচ্ছেন আত্মা যে পার্ট প্রাপ্ত করে , সেটা কখনোই ক্ষয় হয় না । চলতেই থাকে । এবার তোমরা আবার মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছ । আবার চুরাশী জন্ম গ্রহণ করবে । তোমাদের পার্ট প্লে চলতেই থাকে, কখনও বন্ধ হয় না আর কেউই মোক্ষ ইত্যাদি লাভ করে না । যত গুরু তত শাস্ত্র আর ততই বিভিন্ন মত হয় । মানুষে মানুষে কত অশান্তি , যেখানে যায় সেখানেই বলে কিভাবে মনে শান্তি পাওয়া যায় ! সবই তারা দেহ অভিমানে এসে বলে । বাবা বোঝান মন আর বুদ্ধি হল আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ( Organs) , বাকী সব হল দেহের ইন্দ্রিয় । আত্মা বলে আমার মনে শান্তি কিভাবে আসতে পারে! বাস্তবে এই কথাটা বলাই ভুল । তোমরা হলে আত্মা আর তোমাদের স্বধর্ম হল শান্ত । তোমরা এই ভাবে বলো যে আমার আত্মার শান্তি কিভাবে পাবে ? তোমাকে তো কর্ম করতেই হবে । এ সব কথা বাবাই আমাদের বোঝাচ্ছেন । দুনিয়ায় এই জ্ঞান কারোরই নেই । সেখানে হল ভক্তি মার্গ , তারা জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানে না । জ্ঞান তো একমাত্র বাবা দেন । বাবা নিজে বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। প্রত্যেক কল্পে সঙ্গমযুগে আসি । কলিযুগের অন্তিম সময়ে সবাই পতিত হয় । এই হলো রাবণ রাজ্য । ভারতবাসীরাই রাবণকে জ্বালায় । পতিত পাবন বাবার জন্মস্থান এখানে আর রাবণেরও জন্ম এখানে হয়েছে । রাবণ যে সকলকে পতিত তৈরী করে এ কারণে তাকে জ্বালানো হয় । এইসব কথা কারোরই বুদ্ধিতে থাকে না । এবার ভারতে কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয় । কৃষ্ণের লীলা ভজন ইত্যাদিও করা হয় । এইক্ষেত্রে বাবা বলেন যে বাস্তবে কৃষ্ণ লীলা বলে কিছুই হয় না । কৃষ্ণ কি করেছে? বলা হয় কংসপুরীতে জন্ম গ্রহণ করে ! এবার কংস তো ডেভিলকে (শয়তান ) বলা হয় । সত্যযুগে এবার ডেভিল কোথা থেকে এলো ! তোমরা জানো কৃষ্ণের আত্মা যে সত্যযুগে ছিল, সে নিজের চুরাশী জন্ম ভোগ করে এই সময়ে পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে । সেইরকম তোমরাও কৃষ্ণপুরীর বাসিন্দা ছিলে । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে এবার আবার নিজ নিজ পদ লাভ করার জন্য তৈরী হচ্ছ ! বাস্তবে শিববাবার জয়ন্তী পালন করা দরকার । শিববাবা যিনি সবাইকে নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যান, ওঁনার কোনো লীলাখেলা হয় না । বলা হয় পতিত পাবন বাবা আসুন আর এসে আমাদের নরকের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে চলুন । আপনি আমাদের পিতা, তাই আমাদের তো স্বর্গে থাকা দরকার কিন্তু আমরা এই অপবিত্র দুনিয়ায় আছি কেন ? এইজন্যই ডাকা হয় হে গডফাদার আমাদের এই দুঃখী দুনিয়া থেকে মুক্তি দিন । এইসবও ড্রামায় ফিক্সড আছে । বাবা বলেন এই ড্রামা সম্বন্ধে কেউই কিছুই জানে না। শাস্ত্রে ড্রামার আয়ু লম্বা লেখা হয়েছে । নতুন দুনিয়াকে তো পুরোনো হতেই হবে । সবাইকে সতো রজো তমোতে আসতে হবে । আর এইসব হলো বেহদের কথা । এবার তোমরা আবার থেকে বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছ । ভারতবাসী যারা নতুন দুনিয়ায় ছিল, তারাই চুরাশী জন্মের পার্ট প্লে করবে । এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছ, আর বাকী সব মনুষ্যরা পতিত, তাই তো তারা পবিত্রদের সামনে মাথা নোয়াতে থাকে । কন্যারা পবিত্র হয়, তাই সবাই তাদের সামনে মাথা নোয়ায়, আবার সেই কন্যাই যখন বিবাহ করে শ্বশুর বাড়ি যায় তখন তাকে মাথা নোয়াতে হয় । এখন বেহদের বাবা এসেছেন সবাইকে পবিত্র করতে । সবাই আছে কলিযুগে আর তোমরা আছো এখন সঙ্গমযুগে । তাই এখন তোমাদের আর পতিত দুনিয়ায় যাওয়ার দরকার নেই । এই যুগ হয় কল্যাণকারী যুগ । বাবা এসে সকলের মঙ্গল করেন । কৃষ্ণ জয়ন্তী তোমরা পালন কোরো , নইলে লোকেরা বলে যে এরা হয় নাস্তিক । বাস্তবে নাস্তিক তাদের বলা হয় যারা নিজেদের বাবাকে আর রচনার আদি মধ্য

অন্তকে জানে না । বাবাকে না জানার কারণে এই সময়ে সকলেই গরীব আর অনাথ (Orphans) হয়ে আছে । গৃহে গৃহে ঝগড়া লড়াই, একে অপরকে মারতেও দেরী করে না । এইজন্য এইসবকে নাস্তিকদের দুনিয়া বলা হয় । তোমরা বাবাকে জানো আর এখন তোমরা বোঝো যে আমরা হীন বুদ্ধি (পাথরবুদ্ধি) ছিলাম, আর এখন বাবা আমাদের বুদ্ধি পারসের মত তৈরী করছেন । এখানে কোনো কষ্টের কথা নেই । বাবা শুধু বলেন এক ঘন্টা পড়ো । নিজেদের আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । দেহকে স্মরণ করবে তো লৌকিকে আত্মীয় স্বজনদের কথা মনে পড়বে । দেহী-অভিমানী থাকবে তো আমাকে বাবাকে স্মরণ থাকবে । এটা তো হলোই অপবিত্র দুনিয়া । বিষয় সাগরে সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে । বিষ্ণুকে ক্ষীরসাগরে দেখানো হয়েছে । বলা হয় সেখানে ঘী এর নদী প্রবাহিত হয় । এখানে তো প্যারাফিনও পাওয়া যায় না । তফাত তো আছে তাইনা! তাহলে তোমাদের বাচ্চাদের কতটা খুশী হওয়া দরকার । বাবাই তো হলেন কাণ্ডারী, তাই না! গাওয়াও হয়-- আমার জীবন-রূপী তরনীকে পারে লাগাও প্রভু । এখানে সবাই হল তরণী (নৌকো) আর বাবা হলেন একমাত্র কাণ্ডারী(নেয়ে) । দেহকে তো এখানেই ত্যাগ করতে হবে । বাকী আত্মাদের পার করে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়া হবে । তারপর সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুখধামে । পরমপিতা পরমাত্মাকে নাবিক , মাঝি , কাণ্ডারীও বলা হয় । বাবারই অনেক প্রকারের মহিমা গাওয়া হয় । এখন তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । শ্রীশ্রী শিববাবা এসেছেন সকলকে শ্রেষ্ঠ করতে । ভগবান নিজে বলেন দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী হয়েছে । এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী হও । কত গুপ্ত সুন্দর (রমণীয়) কথা , যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । অন্যরা এইসব বোঝে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন দেবীদেবতা ধর্মের কলম বা স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে । যারাও দেবীদেবতা ধর্মের আর অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারাই এখন এখানে এসে ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । ব্রহ্মাকুমার কুমারী না হলে বাবার নিকট থেকে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা যায় না । এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছো । যারা যত পুরুষার্থ করবে , করাবে , তারা তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । সবাই তো এতো করতে পারে না । পুরো পড়াশোনা না করলে , তার পরিণতি কি হবে! যদি দেহত্যাগ হয়ে যায় তাহলে স্বর্গে তো আসবে কিন্তু প্রজায়ও একদম সাধারণ হবে । যদি বাবার হয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে তো রাজত্ব পদ লাভ হবে । আর যদি পড়াশোনা না করো তাহলে বোঝা হবে যে তাদের ভাগ্যে এসব নেই । পবিত্র থাকতে হবে, পড়তে হবে , তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । অপবিত্র হলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না । এরকম অনেক আছে যারা বলে যে কর্ম বন্ধনের হিসেব থেকে মুক্ত হলে .... । গাড়ীর দুটো চাকা যদি পবিত্র হয় তাহলেই ঠিক করে চলে । দুজনে পবিত্র থাকে তো জ্ঞান চিতায় বসে যায় , নয়তো খিটখিট হতে থাকে । অনেক বাচ্চারা বলে যে বাবা আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার, তাহলে তো আমরা কিছু পালন করতে পারি । আচ্ছা - আমরা কৃষ্ণের আত্মাকে ডাকতেও পারি , এসে খেলাধুলা করবে , রাস নৃত্য পরিবেশন করবে , আর কি করবে ? গোপগোপীরা তো এখানেই আছে । সেখানে তো রাজকুমার রাজকুমারী একে অপরের সাথে মিলিত হয় , রাস নৃত্য করে , আবার সোনার মুরলীও বাজায় । এইসব খেলাধুলা তোমরা পরে দেখবে । এসবেরও পার্ট প্লে হবে । শুরুতে সবকিছু দেখানো হয়েছে । তাই তোমরা পুরুষার্থে লেগে গেছো । এবার আবার সাক্ষাৎকার করানো শুরু হবে । কে কিরকম পদ প্রাপ্ত করবে এটা তোমরা জানো । বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝাচ্ছেন । যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে বেদ শাস্ত্র মানো? তাহলে বলো হ্যাঁ , আমরা মানবো না কেন? এইসব তো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এইসবের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই । জ্ঞান দাতা তো একজনই হন । জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তো ভক্তি আপনা-আপনি

ছেড়ে যায় । তোমরা মন্দিরে গেলেও বুদ্ধিতে থাকে যে লক্ষ্মী নারায়ণ আবার নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে দুদিকেই সামলাতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হতে হবে । শ্রীমত বলে পুরো পবিত্র হও, পুরো বৈষ্ণব হও আর বিষ্ণুপুরীর রাজ্যভার গ্রহণ করো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যোগ দ্বারা কর্ম বন্ধনের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে (মিটিয়ে ) পবিত্র হতে হবে । জ্ঞান চিতায় বসতে হবে । সম্পূর্ণ রূপে বৈষ্ণব হতে হবে ।

২) নিজ শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে । সকলকে শান্তিধামের স্মরণ করাতে হবে । কখনও অশান্ত হবে না ।

বরদান:- মায়ার বিঘ্নকে খেলা অনুভব করার জন্য মাষ্টার বিশ্ব নির্মাতা ভব!

যেমন গুরুজনদের সামনে অনেক সময় ছোট বাচ্চারা শৈশবচিত ছেলেমানুষীর কারণে বেপরোয়া ভাবে কিছু বলে ফেলে বা করেও ফেলে, বড়রা একে অবুঝ বাচ্চাদের ছেলেমানুষী মনে করে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না । সেইরকম যখন তোমরা নিজেদের মাষ্টার বিশ্ব নির্মাতা মনে করবে তখন মায়ার বিঘ্নকে তোমাদের কাছে বাচ্চাদের খেলা মনে হবে । মায়া যদি কোনো আত্মার দ্বারা সমস্যা, বিঘ্ন বা টেস্ট পেপার রূপে সামনে আসে, তবে ঘাবড়ে যেও না, মনে কোরো যে সে নির্দোষ ।

স্লোগান:- স্নেহ, শক্তি ও ঈশ্বরীয় আকর্ষণ নিজের ভেতরে ভরবে তো সবাই সহযোগী হয়ে যাবে ।